কালের কণ্ঠ

তারিখ : 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ নং ... কলাম ... ২

ছাত্রলীগে সংঘর্ষ

খুলনা মেডিক্যালে রাজনীতি নিষিদ্ধ, চারজন বহিষ্কৃত

খুলনা অফিস ▷

খুলনা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় সংগঠনটির কলেজ শাখার বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি সাইফুল্লাহ মনসুরসহ চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছে।

গতকাল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

এ ছাড়া ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনায় সোনাডাঙ্গা থানায় আরো পাঁচটি মামলা করা হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় মামলার সংখ্যা দাঁড়াল ছয়টি।

এদিকে গতকাল কলেজে কোনো ক্লাস হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. আব্দুল্লাহ আল মাহবুব সাংবাদিকদের বলেন, কলেজে সংঘর্ষ, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে জড়িত চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন কলেজ ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি সাইফুল্লাহ মনসুর, ছাত্রলীগকর্মী সাফিউল ইসলাম, অনিন্দ্য সুন্দর ও রাসেল।

অধ্যক্ষ জানান, ঘটনা তদন্তে একাডেমিক কাউন্সিলের তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে। আগামী সাত থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে ছাত্রলীগের নিজেদের মধ্যে এ সংঘর্ষের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে সংগঠনটির নগর শাখা।

সংবাদ সম্মেলনে নগর শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম আসাদুজ্জামান রাসেল বলেন, বহিরাগত সন্ত্রাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে মেডিক্যাল কলেজে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে ছাত্রলীগ নেতাসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আসাদুজ্জামান বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় নগর কমিটির পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নগর শাখার সভাপতি শেখ শাহজালাল হোসেন সুজনসহ অন্য আরো কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সোনাডাঙ্গা থানার ওসি সুকুমার বিশ্বাস বলেন, ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় মোট ছয়টি মামলা হয়েছে। পুলিশ প্রতিটি মামলারই তদন্ত করছে। তবে এ ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে বর্তমানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলেও জানান ওসি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার খুলনা মেডিক্যাল কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে।